তারিখ ... 21 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৩ কলাম ...১ ......

প্রথম আলো

কলেজ জাতীয়করণ

শর্ত পূরণ না করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বাদ দেওয়া হোক

সম্প্রতি প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কলেজ জাতীয়করণ করা হবে—এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যে তালিকা তৈরি করা হয়েছে, তা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। একাধিক স্থানে তালিকা পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন-বিক্ষোভ হচ্ছে। *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে অনুসন্ধান করে দেশের অন্তত ২০টি উপজেলায় অনিয়ম ও বৈষম্যের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমপিওভুক্ত নয়, এমন বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের তালিকায় রয়েছে। আবার পুরোনো ও নামকরা কলেজ বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত নবীন, এমনকি শতভাগ ফেল করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও এই তালিকায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও স্বীকার করেছেন যে তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে নীতিমালা শিথিল করা হয়েছে। কিন্তু কেন করা হয়েছে, কীভাবে করা হয়েছে, সেই প্রশ্নের জবাব নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজে যে নীতিমালা তৈরি করেছে, কীভাবে তারা তা লঙ্ঘন করে?

শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে অধিক সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের আবশ্যকতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। কেননা, বেছে বেছে অথবা নির্বিচারে সরকার যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করেছে; তার ফল ভালো হয়েছে কি? এমনও দেখা গেছে, বেসরকারি থাকতে ভালো চলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের পর শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি হলো কি বেসরকারি হলো তার চেয়ে জরুরি হলো নিবিড় তদারকি। সেটি করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যারপরনাই ব্যর্থ হয়েছেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি কিংবা জাতীয়করণ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে নিয়ম বা শর্ত বেঁধে দিয়েছে, তা লঙ্ঘন বা শিথিল করার বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হওয়ারই যোগ্যতা অর্জন করেনি, সেগুলোকে জাতীয়করণের তালিকায় আনার পেছনে যে অনিয়ম ও ভিন্ন বিবেচনা কাজ করেছে তা পরিষ্কার।

অতএব, জাতীয়করণের লক্ষ্যে তৈরি কলেজের তালিকাটি পুনর্মূল্যায়ন করা হোক। এখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থের চেয়ে শিক্ষার উন্নয়নকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। শর্ত পূরণে ব্যর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এই তালিকা থেকে বাদ দিতেই হবে।